CC - 11(semester 5)

Evaluation and Measurement in Education

Unit - 3 (Tools and Techniques of Evaluation)

* Concept of tools and techniques ,

* Testing tools : Essay type

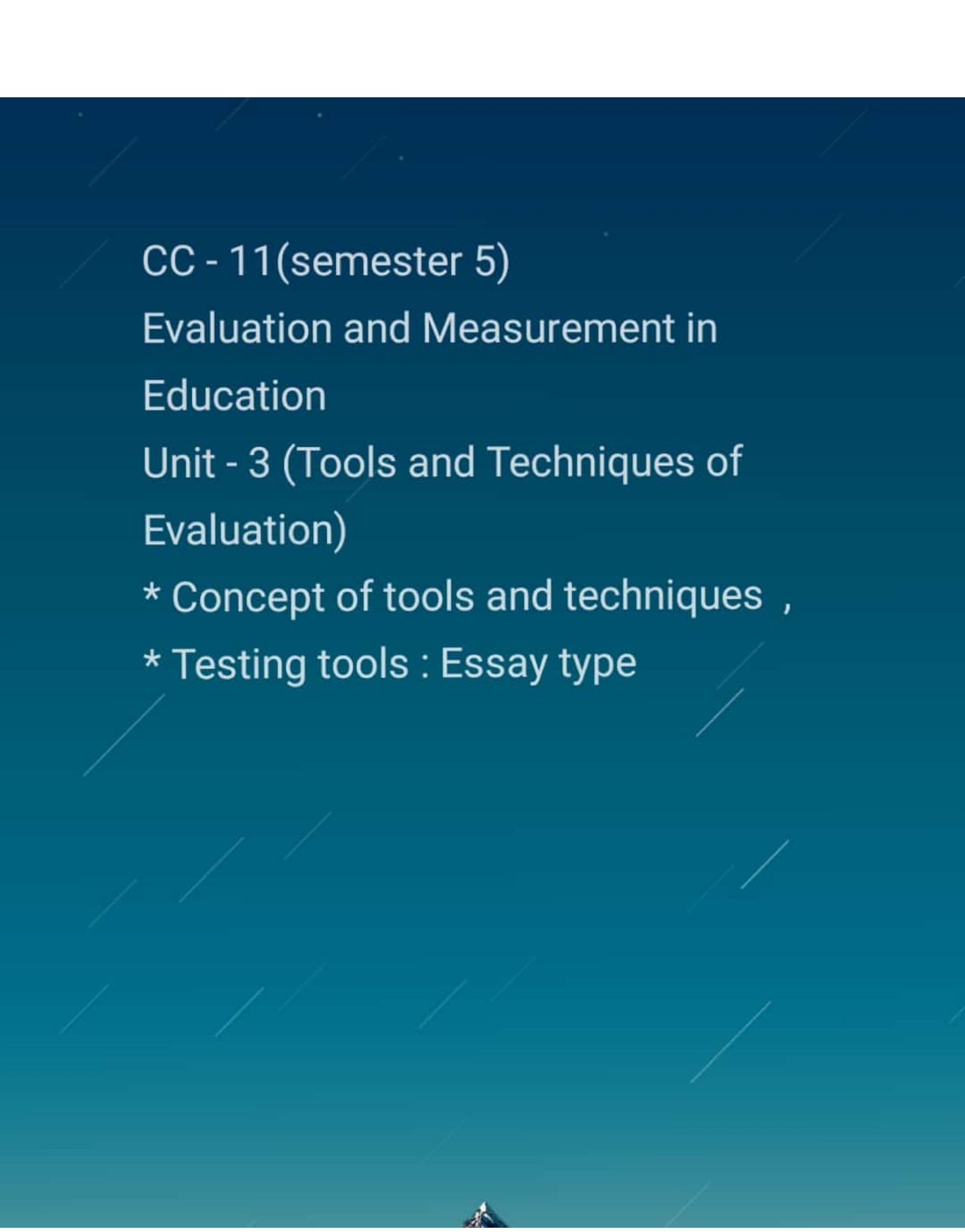

Scanned with CamScanner

Concept of Tools and Techniques :

মূল্যায়নের কৌশল বলতে বোঝায় যার সাহায্যে মূল্যায়ন করা হয়। মূল্যায়নের অন্যতম উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীকে সার্বিক পরিমাপ করা অর্থাৎ তার শারীরিক, মানসিক, শিক্ষাগত, সামাজিক, প্রাক্ষোভিক ও ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যাবলি পরিমাপ করা। বিভিন্ন মূল্যায়নের কৌশল গুলি হল অভীক্ষা, নিরীক্ষণ, স্বীয় মতামত প্রকাশ প্রভৃতি। আর মূল্যায়নের কৌশল প্রয়োগের জন্য যে উপকরণ বা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় সেইগুলি হল মূল্যায়নের উপকরণ। যেমন প্রশ্ন পত্র, রেটিং স্কেল, চেকলিস্ট প্রভৃতি।

** ধরা যাক্, কোন শিক্ষার্থীর শিখন মূল্যায়নের জন্য অভীক্ষা নির্বাচন করে প্রশ্ন পত্র দেওয়া হলো। এখানে মূল্যায়ন কৌশল হল অভীক্ষা আর প্রশ্ন পত্র হল মূল্যায়ন উপকরণ।।

Scanned with CamScanner

রচনাত্মক অভীক্ষা (Essay type test) :

যে অভীক্ষায় অভীক্ষা পদ বা প্রশ্নের উত্তর রচনা সদৃশ হয় তাকে রচনাত্মক অভীক্ষা বলে। রচনাত্মক পরীক্ষায় কোনো বিষয়ের পাঠক্রম থেকে কয়েকটি প্রশ্ন করা হয়। প্রশ্নপত্রে বিকল্প প্রশ্ন থাকে। পরীক্ষার্থীদের মূল বা বিকল্প প্রশ্ন থেকে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে বলা হয়। পরীক্ষার্থী নিজের ভাষায় তার জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা অনুসারে উত্তর দেয়। এর দ্বারা অভীক্ষার্থীর বিষয়জ্ঞান, ভাষাজ্ঞান, বিষয়বস্তু সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে উপস্থাপন করার ক্ষমতা পরিমাপ করা যায়।

Scanned with CamScanner

রচনাত্মক অভীক্ষার সুবিধা :

1. এই পরীক্ষায় স্বাধীন মতামত প্রকাশের সুযোগ থাকায় শিক্ষার্থীর স্বাধীন চিন্তাধারা গড়ে ওঠার অবকাশ আছে। নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও বাইরের বইয়ের সাহায্য নিয়ে নিজের বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা যায়।

2. এই ধরনের উত্তরে শিক্ষার্থীকে তার বক্তব্য সুশৃঙ্খল ভাবে উপস্থাপন করতে হয়। ফলে শিক্ষার্থীর চিন্তাধারা ও বিচার বিশ্লেষণ ক্ষমতা বিকাশ লাভ করে।

3. এখানে অভীক্ষার্থীর জ্ঞানের সামান্যীকরণের ক্ষমতা ও অধীত জ্ঞানের প্রয়োগ পরিমাপ করা যায়।

4. শিক্ষার্থীর জ্ঞান কোথায় শুরু হয়েছে, কোথায় শেষ হয়েছে তা রচনাত্মক উত্তরপত্র থেকে যাচাই করা যায়।

5. রচনাত্মক পরীক্ষায় কোনো প্রশ্নের আংশিক জ্ঞানের জন্য আংশিক পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা থাকে।

6. এই ধরনের পরীক্ষায় কম প্রশ্নের প্রয়োজন হয়। প্রশ্নপত্র রচনা ও পরীক্ষা গ্রহণ অপেক্ষাকৃত সহজ।

Scanned with CamScanner

রচনাত্মক অভীক্ষার সীমাবদ্ধতা :

1. এই জাতীয় পরীক্ষায় সামগ্রিক বিষয় জ্ঞান পরিমাপ করা সম্ভব হয় না। সমগ্র পাঠ্য বিষয়ের উপর প্রশ্ন নির্বাচন না করার ফলে সমগ্র পাঠ্য বিষয়ের উপর শিক্ষার্থীর জ্ঞান পরিমাপ করা যায় না।

2. রচনাত্মক পরীক্ষায় নির্ভরযোগ্যতার যথেষ্ট অভাব। একই পরীক্ষকের দ্বারা একই উত্তরপত্র বিভিন্ন সময়ে পরীক্ষীত হবার ফলে ভিন্ন নম্বর পেয়েছে।

3. রচনাত্মক পরীক্ষায় যথার্থতার অভাব রয়েছে। এই পরীক্ষার বিষয়বস্তু ছাড়াও অন্যান্য অনেক বৈশিষ্ট্য নম্বর দানের উপর প্রভাব ফেলে। যেমন বানানের নির্ভুলতা, স্পষ্ট ও সুন্দর হস্তাক্ষর প্রভৃতি।

4. রচনাত্মক পরীক্ষার নৈর্ব্যক্তিকতাও কম। একই উত্তরপত্রে বিভিন্ন পরীক্ষক বিভিন্ন নম্বর দেন। নম্বর দানে যথেষ্ট ব্যক্তিগত প্রভাব দেখা যায়।

5. রচনাত্মক পরীক্ষায় নম্বরদানের ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট নির্দেশনামা না থাকার ফলে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে তুলনা সম্ভব হয় না।

6. রচনাত্মক পরীক্ষা বোধগম্যতার চেয়ে মুখস্থকে প্রশয় দেওয়া হয়। আর শিক্ষার্থীরাও বিষয়বস্তু অনুধাবন অপেক্ষা মুখস্থ করতে সচেষ্ট হয়।

Scanned with CamScanner